সাবির পিয়া কালয়ারী رحمة الله عليه এর ঘটনাবলী

হযরত সাবির পিয়া কালয়ারী رحمة الله عليه
এর মাযার মোবারক

তাহাজ্জুদের সময় জন্ম

পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় থাকা বুদ্ধিমানের নিদর্শন

সাবিরের দৃষ্টিতে নির্বাচন

হযরত সাবির পিয়া কালয়ারী رحمة الله عليه এর সালাম
আমীরে আহলে সুন্নাতের নামে

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

সাবির পিয়া কালয়ারী رحمۃ اللہ علیہ এর ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়া

হে দয়ালু প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"সাবির পিয়া কালয়ারী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **এর ঘটনাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী বানাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদে পাক পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবেন।

(মুসলিম, ২১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

অনুগত মুরীদ

সিলসিলায়ে আলিয়া চিশতিয়ার মহান বুযুর্গ হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে তাঁর ভাগিনা এবং মুরীদ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য উপস্থিত হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বপ্রথম ফরয ও নফল নামায নিয়মিত করার উপদেশ দিলেন এবং তাকে লঙ্গরখানার দায়িত্ব প্রদান করলেন। যেহেতু পীর ও মুর্শিদ লঙ্গর বন্টন করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেখান থেকে খাওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, সুতরাং এই সৌভাগ্যবান মুরীদ মুর্শিদের নির্দেশের উপর আমল করে লঙ্গরখানা থেকে খাবার বন্টন করতেন কিন্তু নিজে এক লোকমাও খেতেন না। সারাদিন রোযা রাখতেন এবং জঙ্গলের গাছের পাতা, ফল ও ফুল দ্বারা ইফতার করে নিতেন। অনেকদিন এরূপ চললো, কিন্তু এই সাধনার কারণে শরীর খুবই দূর্বল হয়ে গেলো। যখন হযরত বাবা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সৌভাগ্যবান ভাগিনা এবং মুরীদকে এই অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি খাবার বন্টন করে নিজেও কিছু খান নাকি খান না? সৌভাগ্যবান মুরীদ দৃষ্টিকে নত করে খুবই আদব সহকারে মুর্শিদের দরবারে আরয করলো: হুযুর! আপনি খাওয়ানোর আদেশ দিয়েছিলেন,

আমার এত সাহস কোথায় যে, মুর্শিদের অনুমতি ব্যতীত একটি দানাও খাবো? এই উত্তর শুনে হযরত বাবা ফরীদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সৌভাগ্যবান ভাগিনা এবং কামিল মুরীদের ধৈর্যে অনেক খুশি হলেন আর বুকের সাথে লাগিয়ে "সাবির" (ধৈর্যধারণকারী) উপাধী দান করলেন। **(ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ২ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবার থেকে সাবির উপাধী লাভকারী কামিল মুরীদ "চিশতিয়া সাবেরীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সৈয়দ আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালয়ারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ"।

তাহাজ্জুদের সময় জন্ম

তাঁর জন্ম ১৯ রবিউল আউয়াল ৫৯৬ হিজরী অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারী ১১৯৬ সালে তাহাজ্জুদের সময় বৃহস্পতিবার রাতে (আফগানিস্তান) হয়। তিনি হাসানী সৈয়্যদ এবং হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বংশধর। হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসেম গারগানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর কানে আযান দেন আর বলেন: এই সন্তান যমানার কুতুব হবে।

(ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৩-৫ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নে সুসংবাদ

বর্ণিত আছে: তাঁর জন্মের পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ স্বপ্নে **"আলী"** নাম রাখার আদেশ দিয়েছেন, অতঃপর **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে আগমন করে **"আহমদ"** নাম রাখার আদেশ দেন। এভাবে তাঁর নাম **আলী আহমদ** রাখা হলো। তাঁর জন্মের পর এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর আব্বাজানের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন এবং তাঁকে দেখে বললেন: **"এই শিশুকে আলাউদ্দিন** বলা হবে।" (হযরত মাখদুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালয়ারী, ৪২ পৃষ্ঠা) তাঁর মামা হযরত সায়্যিদুনা বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে **'সাবির'** উপাধী প্রদান করেন। (ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৫ পৃষ্ঠা) এই কারণেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **"আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির"** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আল্লাহ পাকের নাম শিখান

হে আশিকানে আউলিয়ায়ে কিরাম! দুগ্ধপোষ্য শিশুর সামনে মাঝে মাঝে **আল্লাহ, আল্লাহ** করতে থাকা উচিৎ, কেননা যখন তার মুখ খুলবে তখন মুখ থেকে যেনো **"আল্লাহ"** শব্দটিই বের হয়।

আমার আক্বা আলা হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (শিশুকে) মুখ খুলতেই **"আল্লাহ, আল্লাহ"**, অতঃপর সম্পূর্ণ কলেমা তৈয়্যবা: "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)" শিখান।

(সন্তানের হক, ১৯ পৃষ্ঠা)

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিজের সন্তানদের মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলাও।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকল আউলাদ, ৬/৩৯৭, হাদীস ৮৬৪৯)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর নাতনিদের জন্য পরিবারের সকলকে বলে রেখেছিলেন যে, তার সামনে **"আল্লাহ, আল্লাহ"** যিকির করতে থাকবে, যাতে তার মুখ থেকে প্রথম শব্দ **"আল্লাহ"** বের হয় এবং যখনই নাতনিকে তাঁর দরবারে আনা হতো তখন তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজেও তার সামনে **আল্লাহ আল্লাহ** যিকির করতেন। অতএব যখন সে বলতে শুরু করলো, তখন প্রথম শব্দ **"আল্লাহ"**ই বললো। **(তারবিয়্যতে আউলাদ, ১০০ পৃষ্ঠা)**

ইয়া আল্লাহ দেখা হাম কো ওহ দিনভি তু,
আবে যমযম সে করকে হারম মে ওযু
বা আদব শওক সে বড় কে কিবলা রু
মিল কে হাম সব কাহেঁ এক যবাঁ হো বাহু
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু। (বায়াযে পাক, ১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়

হযরত সায়্যিদুনা আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছয় বছর বয়স থেকে নিয়মিত জাহেরী ও বাতেনী আদব সহকারে নামায আদায় করা শুরু করে দিয়েছিলেন এবং বলা হয়: সাত বছর বয়স শুরু হতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। বরং তাহাজ্জুদের পর প্রায় তাঁর কক্ষ থেকে **আল্লাহর** যিকিরের আওয়াজ শুনা যেতো। (ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৮ পৃষ্ঠা)

ছোট্ট বয়সেও নিয়মিত রোযা রাখাতে অভ্যস্ত

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছোট্ট বয়স থেকেই রোযা রাখাতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ধারাবাহিক রোযা রাখার এই অভ্যাস শেষ বয়স পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। (ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ দংশন করবে না

তাঁর আব্বাজান একদিন চোখ বন্ধ করে মুরাকাবায় লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মৃত সাপের একটি টুকরো তাঁর উপর এবং অপর টুকরো মাটিতে এসে পড়লো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সাবির পিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আম্মাজানকে এই মৃত সাপকে দেখালো, তিনি সাপের দু'টি টুকরো দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর বললেন: আমি কি স্বপ্নে দেখছি? হযরত সাবির পিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আম্মাজানের উদ্বেগ দূর করতে গিয়ে বলেন: আমি সাপের বাদশাহকে মেরে দিয়েছি আর সাপদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছি যে, তারা আমার বংশের কাউকে দংশন করবে না। **(ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ১১ পৃষ্ঠা)**

তিন বছরে প্রকাশ্য জ্ঞান সম্পন্ন

তাঁর আব্বাজানের ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তখন আম্মাজান তাঁকে তাঁর ভাই হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট সমর্পণ করে দিলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর খোদা প্রদত্ত সক্ষমতার কারণে মাত্র তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে অসংখ্য জাহেরী জ্ঞান অর্জন করে নিলেন, হযরত বাবা ফরিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) তিন বছরে আরবী ও

ফারসীর ফিকাহের কিতাব, হাদীস, তাফসীর, মানতিক ও মাআনী ইত্যাদি জ্ঞান সম্পন্ন করেন। এসব জ্ঞান এত দ্রুত অর্জন করে নিলেন যে, অন্য কোন শিশু ১৫ বছরেও অর্জন করতে পারতো না।

(হযরত মাখদুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালয়ারী, ৪৮ পৃষ্ঠা)

দাদার মৃত্যুর অগ্রীম সংবাদ দিয়ে দিলেন

বাল্যকালেই একদিন হযরত সাবির পিয়া কালয়ারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আরয করলেন: আজ থেকে তিন বছর পর আমার দাদাজান মৃত্যু বরণ করবেন। একথা শুনে বাবা ফরিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: বৎস! তোমার দাদা তো বাগদাদ শরীফে আর তুমি এখানে (তবে তুমি কিভাবে জানো যে, তিনবছর পর এরূপ হবে)? আরয করলো: এখনই আমি আমার মনের দিকে তাকালে আব্বাজানের আকৃতি সামনে আসে এবং তার ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল আমার দিকে তুললেন আর তা হলো (দাদাজানের) ইন্তিকালের ইশারা। হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি (অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা) দেখে তাঁকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন।

(তাযকিরায়ে হযরত সাবির কালয়ারী, ৩৬ পৃষ্ঠা)

হার অলী কা ওয়াসেতা আত্তার পর
কি জিয়ে রহমত এ্যয় নানায়ে হোসাইন

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খেলাফতের আজিমুশ্শান মাহফিল

রমযানুল মুবারকে তাহাজ্জুদের নামাযের পর হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিছুক্ষণের আরাম করছিলেন, তখন তাঁর ঘুম এসে গেলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দেখলেন যে, এমন এক নূরানী স্থানে তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে বিদ্যমান আছেন, যার চারিদিকে নূরই নূর। এক আলিশান দরবার সজ্জিত হয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান। তাছাড়া চিশতিয়া সিলসিলার সকল বুযুর্গও মর্যাদা অনুযায়ী নিজ নিজ অবস্থানে রয়েছেন। হযরত বাবা ফরিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নির্দেশ দিলেন: মাখদুম আলী আহমদ (সাবির) কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত করুন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুর্শিদের নির্দেশ পালন করে হযরত সায়্যিদুনা আলী আহমদ সাবির رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত করলেন। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আলী আহমদ

সাবির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিঠের ডান দিকে চুমু দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: "هٰذَا وَلِيُّ الله" অর্থাৎ তিনি **আল্লাহ পাকের** অলী। এরপর সেখানে বিদ্যমান সকল বুযুর্গ এবং ফিরিশতারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্মকে অনুসরন করে সেই স্থানেই চুম্বন করলো এবং বললো: "هٰذَا وَلِيُّ الله" অর্থাৎ তিনি **আল্লাহ পাকের** অলী। অতঃপর চতুর্দিক থেকে মুবারকবাদ দেয়া শুরু হয়ে গেলো। এই মুবারকবাদের আওয়াজে বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখ খুলে গেলো।

পরদিন হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি আলিশান মাহফিল করালেন, যাতে হযরত শায়খ আবুল হাসান শাযলী, হযরত শায়খ হামিদুদ্দীন নাগোরী, হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন মুলতানী, হযরত শায়খ আবুল কাসেম গারগানী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن সহ বড় বড় ওলামা ও আউলিয়ায়ে কিরাম অংশগ্রহন করেন। হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সবার সামনে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করলেন, যা শুনেই সেখানে উপস্থিত সকল বুযুর্গরা এক এক করে হযরত সায়্যিদুনা সাবির পিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেলায়তের মোহরকে চুম্বন করলেন এবং "هٰذَا وَلِيُّ الله" অর্থাৎ তিনি **আল্লাহ পাকের** অলী বলে মুবারকবাদ দিলেন। এরপর হযরত বাবা

ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে খান্দানে চিশতিয়ার ইমামত ও খেলাফত প্রদান করে **নিজের মুবারক হাতে তাঁর বরকতময় টুপি পরিধান করিয়ে দিলেন এবং সবুজ পাগড়ী দ্বারা তাঁর দস্তারবন্দি করলেন** অতঃপর কালয়ারী শহরের বেলায়ত ও খেলাফতের সনদ মাহফিলে উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে প্রদান করলেন। (তাযকিরায়ে হযরত সাবির কালয়ারী, ৪৭ পৃষ্ঠা)

নামাযের প্রতি ভালবাসা

তাঁর নামাযের প্রতি প্রবল ভালবাসা ছিলো আর এই ভালবাসার কারণে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই বয়ান করেন: নামাযও কিরূপ মহান বিষয় যে, উপস্থিতির বরকতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিয়ে আসে (অর্থাৎ নামায **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিতির মাধ্যম হওয়ার কারণে উত্তম ইবাদত)। (তাযকিরায়ে হযরত সাবির কালয়ারী, ৮২ পৃষ্ঠা) তাঁর পোষাক ছিলো জামা, লুঙ্গি এবং পাগড়ী শরীফ। (হযরত মাখদুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালয়ারী, ৮০ পৃষ্ঠা)

পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় থাকা বুদ্ধিমানের নিদর্শন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাগড়ী শরীফ হলো মাথার অলঙ্কার, সুন্নাতের অনুসরনের পরিচয়, মুমিনের সৌন্দর্য এবং ওলামা, ফুকাহা ও বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن এর শান, এটি ছেড়ে দেয়া ক্ষতির কারণ। জান্নাতী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা

ওয়াসিলা বিন আসকাআ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: **দিনে মাথা ঢেকে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।**

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাশিয়াতি ওয়া আ'দাত, ১৫তম অংশ, ৮/১৩৩, হাদীস ৪১১৩৬)

হযরত আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: বুদ্ধিমান লোকের নিকট এই বিষয়টি লুকায়িত নয় যে, খালি মাথা থাকার অভ্যাস ভাল নয়, কেননা তা আদব বর্জন ও প্রচলিত রীতির পরিপন্থি। (তালবীসে ইবলীস, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, নামাযের সময় আপন প্রতিপালকের সামনে মাথা ঢেকে উপস্থিত হওয়া শুধু নয়, বরং সর্বদাই পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে রাখা, কেননা এর অনেক বরকত রয়েছে, আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِعۡتَمُّوا تَزۡدَادُوا حِلۡمًا অর্থাৎ পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

(মু'জামু কবীর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ১২/১৭১, হাদীস ১২৯৪৬)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: (পাগড়ী বাঁধো) তোমাদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের অন্তর প্রশস্থ হবে, কেননা বাহ্যিক আচরণ ভাল হওয়া মানুষকে গম্ভীর ও প্রভাবময় বানিয়ে দেয়, তাছাড়া রাগ, আবেগ প্রবণতা এবং ঘৃণ্য কাজ থেকে বাঁচায়। (ফয়যুল কদীর, ১/৭০৯, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)

উন কা দিওয়ানা আমামা অউর যুলফ ও রিশ মে,
ওয়াহ! দেখো তো সহি লাগতা হে কিতনা শানদার।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবারক অভ্যাস

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দিনরাত **আল্লাহ পাকের** স্মরণে অতিবাহিত করতেন, মানুষের সহচর্য থেকে দূরে থাকতেন, প্রায় চুপচাপ থাকতেন, তাঁর নিরবতাও আকর্ষনীয় ছিলো এবং যখনই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিছু বলতেন তখন শুধু একটি বাক্যে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে দিতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর কারামত সমূহ গোপন করতেন, যদি কেউ এর আলোচনা করতো তখন তা সুন্দরভাবে এড়িয়ে যেতেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দুনিয়া ত্যাগী বুযুর্গ ছিলেন কিন্তু মানুষের সংশোধন অবশ্যই করতেন, এই গুণাবলীর কারণেই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পৃথিবীর জন্য আলোকবর্তিকা ছিলেন।

(হযরত মাখদুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবির কালয়ারী, ৮১ পৃষ্ঠা)

গাউছ ও খাজা দাতা অউর আহমদ রযা সে,
ভি অউর হার ইক অলী সে পেয়ার হে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাহবুবে ইলাহী ও হযরত সাবির পিয়া

মাহবুবে ইলাহী হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন আউলিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সাবির পিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খুবই সম্মান করতেন। তাঁর কাছ থেকে যখন কোন ব্যক্তি হযরত সাবির পিয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে উপস্থিত হতে চাইতো তবে তাকে অনেক বেশি সম্মান করার প্রতি জোর দিতেন, তাছাড়া বলতেন: কোন কথা যেনো স্বভাব বিরুদ্ধ না হয়। উভয় বুযুর্গ একে অপরকে খুবই ভালবাসতেন।

(সিয়ারুল আকতাব, ২০০ পৃষ্ঠা)

মুর্শিদে কামিল ও মুরীদে কামিল

যখন হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফয়েয অর্জন করার জন্য কালয়ারী শরীফ উপস্থিত হলেন, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গাছের নিচে একাকী ইবাদত ও রিয়াযতে লিপ্ত ছিলেন, অতএব শামসুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও একটি গাছের নিচে বসে কোরআনের তিলাওয়াত করতে লাগলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা সাবির পিয়া কালয়ারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কানে **আল্লাহ**র বাণীর মিষ্ট রস আসতে লাগলো তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেদিকে মনোযোগী হলেন আর যেখান থেকে আওয়াজ আসছিলো সেদিকে যেতে লাগলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তিলাওয়াত শেষ করে মাথা

তুললেন তখন তাঁকে সেখানে উপস্থিত দেখে ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই নম্রভাবে বললেন: "শামস! ঘাবড়াচ্ছো কেন? আমি তোমার প্রতি খুবই খুশি হয়েছি।" অতঃপর তাঁকে তাঁর মুরীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিজের মুবারক হাতে দস্তারবন্দি করলেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দীর্ঘদিন মুর্শিদের খেদমতে ছিলেন, অযু করাতেন এবং খাবারের ব্যবস্থাও করতেন, এভাবে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুর্শিদের খাদিম হয়ে গেলেন। (তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে পাক ও হিন্দ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শামসুদ্দীন আমার বন্ধু

হযরত সায়্যিদুনা সাবির পিয়া কালয়ারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুখ থেকে বের হওয়ার কথা **আল্লাহ পাকের** দরবারে খুব তাড়াতাড়ি মকবুল হয়ে যেতো, তাই তাঁর উপাধী **"সাইফুল লিসান"**ও রয়েছে। একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে পানি আনার জন্য পাঠালেন, যাতে কিছুক্ষণ দেরী হয়ে গেলো, যখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফিরে এলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা সাবির কালয়ারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুখ মুবারক থেকে এই বাক্যটি বের হয়ে গেলো: এক পাত্র পানি আনতে এত দেরী? শামসুদ্দীন! চোখে কি দেখো না?

যখনই তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পানির পাত্র নিয়ে পান করার জন্য বসলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মুখ থেকে বেদনাভরা আহ বের হলো অতঃপর সাথে সাথে আরয করলো: "হুযুর! আমি তো অন্ধ হয়ে গেছি।" তা দেখে হযরত সায়্যিদুনা সাবির পিয়া কালয়ারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিজদায় করতে থাকেন আর **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতে থাকেন: "হে **আল্লাহ**! শামসুদ্দীন তো তোমার গুনাহগার বান্দার বন্ধু এবং একমাত্র সাথী, তুমি তাঁর অবস্থার প্রতি সদয় হও।" দোয়া শেষ হতেই হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো।

(ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৩৮ পৃষ্ঠা)

সাবিরের দৃষ্টিতে নির্বাচন

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খুবই ভালবাসতেন, একবার তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "হে শামস! তুমি আমার সন্তান, আমি **আল্লাহ**র নিকট চেয়েছি যে, আমার সিলসিলা তোমার মাধ্যমে চলুক এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকুক।" **(তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে পাক ও হিন্দ, ৭৬ পৃষ্ঠা)** শেষ বয়সে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের হাতে খেলাফতনামা লিখে হযরত শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে খেলাফত দান করে পানিপথের সাহিবে বেলায়ত নিযুক্ত করেন। আর ইসমে আযম যা বুযুর্গদের

অন্তরে অন্তরে চলে আসছিলো তার তালকিন করলেন আর অসীয়ত করলেন: "তিনদিনের বেশি এখানে থাকবে না, **আল্লাহ পাক** তোমাকে পানিপথের বেলায়ত প্রদান করেছেন, সেখানে গিয়ে থেকো এবং বিপথে যাওয়া মানুষদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে থাকো, আমি সর্বস্থানে তোমার প্রতিনিধিত্ব করবো।" হযরত শায়খ শামসুদ্দীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুর্শিদের দরবারে আরয করলো: হুযুর! আমার ইচ্ছা ছিলো যে, বাকী জীবন (আপনার) মহান আস্তানার খেমদত করবো। এখন আপনার আদেশ হলো যে, পানিপথে যাও। কিন্তু সেখানে শায়খ শরফুদ্দীন বুআলী কলন্দর পানিপথী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ রয়েছেন, জানিনা তিনি আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেন? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: চিন্তা করোনা, তুমি সেখানে পৌঁছতেই তিনি সেখান থেকে চলে যাবেন।

(ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৩৯ পৃষ্ঠা)

ইন্তিকাল শরীফ

তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একদিন শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: যখন তোমার কাছ থেকে কোন কারামত প্রকাশ পাবে, তখন বুঝে নিবে যে, আমার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। যেদিন হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন তুর্ক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে কারামত প্রকাশ পেলো, সাথেসাথে তিনি কালয়ারী

শরীফ উপস্থিত হয়ে গেলেন, হুযুর সাবির কালয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফ ১৩ রবিউল আউয়াল ৬৯০ হিজরী অনুযায়ী ১৫ মার্চ ১২৯১ সায়ে হয়েছিলো এবং হযরত সায়্যিদুনা শামসুদ্দীন তুর্ক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাফন দাফনের খেদমত করলেন। তাঁর মাযার শরীফ কালয়ারী শরীফ সাহারনপুর জেলা (ইউপি) ভারতের গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

(ফয়যানে হযরত সাবির পাক, ৪১ পৃষ্ঠা)

মাযারের অমর্যাদা কারীর তৎক্ষণাৎ শাস্তি

হুযুর সাবির পিয়া কালয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফের পাশ দিয়ে এক কাফের যাচ্ছিলো, যে যখন দেখলো যে, মাযার শরীফে কেউ নেই তখন তার নিয়্যত খারাপ হয়ে গেলো এবং মাযার মুবারক শহীদ করে নিজের ইবাদতখানা নির্মাণ করার চিন্তা আসলো, সুতরাং সে তার এই নাপাক ইচ্ছার জন্য একটি হাতিয়ার নিয়ে কিছু করতে লাগলো, তখন তার মনোযোগ মাযার শরীফের জানালার দিকে গেলো, তখন সে কৌতুহল বশত জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতে চাইলো কিন্তু তার মাথা ফেঁসে গেলো এবং দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সে ছটফট করতে করতে মারা গেলো। রাতে মাযারের খাদেমের স্বপ্নে হযরত সায়্যিদুনা সাবির পিয়া কালয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগমন করলেন এবং বললেন:

"এক ব্যক্তি বেআদবী করার ইচ্ছায় আমার মাযারে এসেছিলো, সে শাস্তি পেয়ে গেছে, এখন সে মাযারের জানালার সাথে ঝুলে আছে, এসে তাকে বের করে দাও।" পরদিন সকালে সেই খাদেম তার সাথীদের সাথে মাযারে উপস্থিত হলো, সেই কাফেরকে টেনে বের করলো এবং তার লাশ জঙ্গলে ফেলে দিলো। **(তাযকিরায়ে আউলিয়ায়ে বারের সগীর, ২/৫)**

আল্লাহ গণী! শানে অলী! রাজ দিলো পর,
দুনিয়া সে চলে যায়ে হুকুমত নেহী জাতি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাঁদের সাথে বেআদবী করাতে কোন কল্যাণ নেই বরং দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির কারণ।

হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আউলিয়াউল্লাহ رَحِمَهُمُ الله **আল্লাহ পাকের** দরবারে অনেক মর্যাদাবান হয়ে থাকেন এবং নিজেদের মাযারে আগতদের নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে উপকার সাধিত করে থাকেন। **(দুররুল মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭)**

জু হো আল্লাহ কা অলী উস কা,
ফয়য দুনিয়া মে আ'ম হোতাহে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সাবির পিয়া কালয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সালাম আমীরে আহলে সুন্নাতের নামে

সফরুল মুযাফফর ১৪৪১ হিজরী অনুযায়ী অক্টোবর ২০১৯ সালে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার রুকন হাজী ওয়াকারুল মদীনা আত্তারী (مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى) কে এক কর্নেল সাহেব একটি ভয়েস মেসেজ (Voice massage) পাঠালো। (যার সারমর্ম কিছু এরূপ যে,) আমি স্বপ্নে হুযুর সাবির পিয়া কালয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যিয়ারত করি, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে দুইবার বলেছেন: "**ইলইয়াস কাদেরীকে আমার সালাম বলো**" আর এটাও বলেছেন: আমার সাথে অনেক বুযুর্গ রয়েছেন তাঁরাও (আমীরে আহলে সুন্নাতকে) সালাম বলেছেন। আর এটাও বলেছেন: "**তাঁর সুস্থতা মুবারক হোক**"।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল স্বপ্নের খুবই গুরুত্ব রয়েছে, যেমনটি বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নবুয়তে মুবাশশিরা

ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "মুবাশশিরাত" কি? ইরশাদ করলেন: ভাল ভাল স্বপ্ন, স্বয়ং মুসলমান তা নিজের জন্য দেখুক বা অন্য কারো জন্য দেখুক। (সহীহ বুখারী, ৪/৪০৪, হাদীন ৪৯৯০)

তুমহারা ফযল হে জু মে গেলামে গাউছ ও খোয়াজা হোঁ,
না হো কম আউলিয়া কি দিল সে উলফত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ঘরবাড়ি সম্পর্কিত জরুরী উপদেশ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) যখন প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে যাবে, তখন কিবলার দিকে না মুখ করবে আর না পিঠ। (বুখারী, ১/১৫৫, হাদীস ৩৯৪) (২) যে কেউ প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার সময় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করবে না, তবে কার জন্য একটি লিপিবদ্ধ করা হয় আর এতটি গুনাহ মুছে দেয়া হয়। (মু'জামু আওসাত, ১/৩৬২, হাদীস ১৩২১) যদি বাড়ির নকশা বানানোর সময় আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডারগণ ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিম্নে প্রদত্ত বিষয়াবলীর উপর আমল করে তবে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করতে পারবে। (১) ওয়াশরুম বানাতে W.C. (কমোড) এমনভাবে বসায় যেন বসার সময় মুখ বা পিঠ কিবলা

থেকে ৪৫ ডিগ্রির বাইরে থাকে এবং উত্তম হলো, কিবলা থেকে ৯০ ডিগ্রি হওয়া অর্থাৎ নামাযের পর সালাম ফিরানোতে যেদিকে মুখ করা হয়, সেই দুই দিকে W.C. (কমোড) বসাবেন। হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব **"দুররে মুখতার"** এ রয়েছে: প্রাকৃতিক ডাক এবং প্রশ্রাব করার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা নাজায়িয ও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ১/৬০৮) (২) ফোয়ারা (Shower) লাগানোর সময়ও এই সতর্কতা অবলম্বন করুন যাতে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা থেকে বাঁচা যায়। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার সময় কিবলার দিকে মুখ করা মাকরূহ ও আদবের পরিপন্থি।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৪৯) (৩) বেডরুমে খাট এমনভাবে রাখুন যাতে ঘুমানোর সময় পা কিবলার দিকে না হয়, কমপক্ষে যেনো ৪৫ডিগ্রি বাইরে থাকে। "ফতোওয়ায়ে শামি"তে রয়েছে; "জেনেশুনে কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা মাকরূহে তানযিহী।" (ফতোওয়ায়ে শামি, ১/৬০৮-৬১০) (৪) যদি W.C. বা শাওয়ার অথবা খাটের দিক ভূল হয়ে যায় যে, উলঙ্গ হওয়া অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ হয় অথবা ঘুমানের সময় পা হয় তবে ইস্তিঞ্জাকারী বা গোসলকারীকে সর্বাবস্থায় এর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, যেনো সে উলঙ্গ হয়ে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না করে, এভাবে পা প্রসারিত না করে।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net